দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 MAY 1987

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

১৭ সে বৈশাখ, ১৩৯৪

.12

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া বিঘ্নিত

বিভিন্ন স্থানে কলেজ, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক, আসবাবপত্র ও শিক্ষকের সংকট রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

পঞ্চগড় থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, পঞ্চগড় জেলার ৫টি উপজেলার ৩শ'টি সরকারী ও ৯২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আসবাবপত্র ও কক্ষের স্বল্পতা এবং বিদ্যালয় গৃহ সংস্কারের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের দরজা, জানালা, ছাউনি দীর্ঘদিন ধরে মেরামত না করায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে রয়েছে খাবার পানির তীব্র সংকট, আবার যে সমস্ত বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে তাও অধিকাংশই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

এছাড়া রয়েছে চেয়ার, টেবিল বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড ও অন্যান্য উপকরণের অভাব। কোন কোন বিদ্যালয়ে বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাটিতে বসে কিংবা দাড়িয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। শিক্ষকরাও দাঁড়িয়ে বা ভাংগা চেয়ারে বসে শিক্ষা দান করছেন। অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় ঘরে স্থানাভাব রয়েছে।

সমগ্র পঞ্চগড় জেলার অর্ধেক শূন্য পদ পূরণের পরেও প্রায় ৬০টির মত শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া শিশুদের খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে মেধা বিকাশের কোন সুষ্ঠু পরিবেশ বিদ্যালয়গুলোতে নেই।

মোরেলগঞ্জ

মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) থেকে সংবাদদাতা জানান, মোরেলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। অর্থ সংকটের ফলে নানা উপকরণের অভাবে স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষাদান মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশেষ করে মোরেলগঞ্জ কলেজ এবং টাউন হাইস্কুল ও আজিজিয়া স্কুলের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

সরকারী সাহায্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সংকটের তেমন কোন কাজ হচ্ছে না। উপজেলায় কলেজ মাত্র ১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৩৮টি, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৬টি, আলিম ও দাখিল মাদ্রাসা ২২টি ও ইফতেদায়ী মাদ্রাসা ১২৭টি ও ফাজিল মাদ্রাসা ২টি। এগুলোর মধ্যে সরাসরি সরকারী তত্ত্বাবধানে চালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো চরম অবহেলার শিকারে পরিণত হয়েছে। প্রায় বারমাসই প্রয়োজনীয় বই-এর অভাব ছাড়াও সংস্কারের অভাবে প্রায় বিদ্যালয়গুলোতেই দরজা-জানালা ভাঙ্গা এবং বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ও নলকূপের অভাব প্রকট।

আর্থিক সংকটে জর্জরিত উপজেলার একটি মাত্র কলেজসহ ৩৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় সব কটিই সংস্কারের অভাবে ধ্বংসের পথে। প্রায় বিদ্যালয়গুলোতেই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে শ্রেণী কক্ষের অভাব তীব্র, ছাত্রাবাস নেই, বিজ্ঞান শিক্ষা ও খেলাধুলার উপকরণ নেই, এমন কি প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে শিক্ষক নিয়োগ করাও সম্ভব হচ্ছেনা।

জীবননগর

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) থেকে সংবাদদাতা জানান, জীবননগর উপজেলা সদরসহ তিনটি ইউনিয়নের সমস্যা জর্জরিত বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের লেখা-পড়া ব্যহত হচ্ছে। বিদ্যালয় ভবন সংস্কারের অভাব, আসবাবপত্রের সংকট, স্থানাভাব, প্রয়োজনীয় বই ও বিজ্ঞান বিভাগের যন্ত্রপাতি এবং ইউনিয়ন পর্যায় অনেক উচ্চবিদ্যালয়ে খাবার পানির অভাব রয়েছে। জীবননগর সদর উচ্চবিদ্যালয়ে তুলনামূলকভাবে একটু কম। কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা অনেক বেশী। বিশেষতঃ ইউনিয়ন পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলো কোনরকমে টিকে আছে। বছরে যেটুকু সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় তা বস্তুতঃ উপজেলা সদর হাতে গোনা দু'একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে। অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবনই দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। এছাড়া রয়েছে আসবাবপত্রের অভাব ও শিক্ষক সংকট।

মাদারীপুর

মাদারীপুর, থেকে সংবাদদাতা জানান, শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ফতেজঙ্গপুর ইউনিয়নের সদর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

বিদ্যালয় ভবনটি বর্তমানে খুবই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রায় ২০ বছর আগে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হলেও আজ পর্যন্ত স্কুলটি পাকা করা হয়নি। এদিকে স্কুলে জানালা দরজা বলতে কিছুই নেই। ফলে বর্ষাকালে আকাশে মেঘ দেখলেই স্কুল ছুটি দিয়ে দিতে হয়।

বিদ্যালয়টিতে চেয়ার-টেবিল বেঞ্চসহ আসবাব পত্রের তীব্র অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাটিতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। এছাড়া স্কুলে পর্যাপ্ত চেয়ার টেবিল না থাকার ফলে শিক্ষকদেরকে দাড়িয়ে ক্লাস নিতে হয়। বর্তমানে স্কুলে যে স্বল্প সংখ্যক চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চ রয়েছে সেগুলো মেরামত না করার ফলে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এছাড়া স্কুলে চক-ডাষ্টার ও ব্ল্যাক বোর্ডের অভাব রয়েছে।

স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুলের নলকূপটি বছরের অধিকাংশ সময় অকেজো থাকার ফলে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। স্কুলে প্রস্রাব-পায়খানার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই।

এদিকে স্কুলের সম্মুখস্থ পুলটি সংস্কার না করার ফলে স্কুলে যেতে আসতে ছাত্র-ছাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।